INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

বেদান্ত ও পাশ্চাত্যভাবনায় নৈতিকতা ও নারীবাদঃ একটি দার্শনিক অন্বেষণ

*** মৌসুমী খাতুন**

https://doi.org/10.5281/zenodo.21076126

সারসংক্ষেপ

ভারতীয় দর্শনে অদ্বৈত বেদান্ত একটি অপরিসীম স্থান দখল করে আছে। অদ্বৈতবাদ এমন মৌলিক ধারণা যা শুধুমাত্র ভারতীয় দর্শনকে নয়, পাশ্চাত্য দর্শনকেও প্রভাবিত করে। ফলিতনীতিশাস্ত্রে বলা হয় প্রথাগত নৈতিকতা হল মানবকেন্দ্রিক প্রজাতিবাদী, কেবল মানুষকে গুরুত্ব দেওয়া হত; তবে, মানবকেন্দ্রিক হলেও নারীকে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তা কিন্তু নয়। যদিও ফলিতনীতিশাস্ত্রে নারীকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও সব সমস্যার সমাধান এই নীতিশাস্ত্র দিতে পারে না। আবার, অদ্বৈত বেদান্ত শুধুমাত্র যে আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তা নয়, নৈতিক বিষয়ের দিকেও দৃষ্টিপাত করে। তাই, আমরা যদি অদ্বৈত বেদান্তের মূলতত্ত্ব অনুধাবন করার চেষ্টা করি তাহলে লক্ষ্য করব যে সেই তত্ত্বের দ্বারা আমরা সমাধান করতে হয়তো পারব। এখন প্রশ্ন হল, অদ্বৈত দর্শন কি একজন মানুষকে নীতিবান করে তুলতে পারে, নাকি পারে না। অদ্বৈতবেদান্তেও কি প্রথাগত নীতিবিদ্যারন্যায় নারীর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, সেই বিষয়ে আমরা দৃষ্টিপাত করব।

সূচকশব্দঃ- উপনিষদ, মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, ফলিতনীতিশাস্ত্র, মানবকেন্দ্রিকতাবাদ, নৈতিকতা, নারীবাদ, ধর্ম, ব্রহ্ম, আত্মা, মোক্ষ।

**দর্শন বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা*

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

নীতিবিদ্যা মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্মের নৈতিক আচরণের ভালোত্ব-মন্দত্ব, ঔচিত্য-অনৌচিত্য, নৈতিক-অনৈতিক, ইত্যাদি সম্পর্কিত একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। পাশ্চাত্য দর্শনের নীতিবিদ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখারূপে স্বীকৃত। প্লেটো, অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে আধুনিককালে বেন্থাম, জে. এস. মিল, কান্ট, হেগেল, ব্রাডলি এ. জে. এয়ার, আর. এম. হেয়ার প্রমুখ দার্শনিক নীতিবিদ্যার সমস্যা নিয়ে গভীর আলোচনা করেছেন। কিন্তু, তাঁরা নারীকে যে গুরুত্ব দিয়েছেন তার উল্লেখ খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না।

সমসাময়িক পরিবেশ-নীতিশাস্ত্র আমাদেরকে মানবকেন্দ্রিকতা থেকে পরিবেশকেন্দ্রিকতার দিকে নিয়ে যায়। পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ করা হয়েছে যা বাস্তুবাদী নারীবাদ নামে পরিচিতি। নারীবাদ অনুসারে, মানুষের শোষণ ও প্রকৃতির উপর নিপীড়ন এবং পুরুষের দ্বারা নারীর শোষণ ও নিপীড়ন উভয়ের পশ্চাতে রয়েছে পিতৃতান্ত্রিক নিপীড়ন। এটি বিশদভাবে আলোচনা করে যে, কীভাবে পিতৃতন্ত্রের আধিপত্যবাদী কর্মকাণ্ড কেবল নারীদেরই নয়, প্রকৃতির বৈচিত্র্য, ভারসাম্য এবং ছন্দকেও ধ্বংস করছে। প্রকৃতিও নারীর মতোই পিতৃতন্ত্র দ্বারা শোষিত হয়। নারীবাদ অনুসারে, প্রকৃতির উপর মানুষের শোষণ এবং নারীর উপর পুরুষের শোষণ উভয় ক্ষেত্রেই পিতৃতান্ত্রিক নিপীড়ন প্রাধান্য বিস্তার করে। কিছু নারীবাদী বিশ্বাস করেন যে, প্রকৃতির সঙ্গে নারীর একতার কারণ এই নয় যে নারীর সঙ্গে প্রকৃতির মিল রয়েছে, বরং এইজন্য যে পিতৃতন্ত্র দ্বারা প্রকৃতি ও নারী উভয়েই সমানভাবে পুরুষতন্ত্রের দ্বারা শোষিত। তাই, নারীবাদী পরিবেশবিদগণ মানবকেন্দ্রিকতা এবং পুরুষতন্ত্রকে পুরোপুরিভাবে নির্মূল করার কথা বলে। নারীবাদী পরিবেশবাদী তাত্ত্বিকদের মতে মানবকেন্দ্রিকতাকে নির্মূল করা সম্ভব না হলে পরিবেশ আন্দোলন সফল হবে না। কেননা নারীবাদ এবং পরিবেশবাদ পরস্পর সম্পর্কিত। সুতরাং, পুরুষ-কেন্দ্রিক আধিপত্য নির্মূল করে প্রকৃতির প্রতি নারীর সহানুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারলেই পরিবেশ আন্দোলন সফল হবে।

অর্থনীতিবিদ ফ্রাঁঙ্কোজ ডি. আওবেন পরিবেশ ধ্বংসের জন্য পিতৃতন্ত্রকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রকৃতির ধ্বংসের সাথে সাথে আমরাও বিলুপ্ত হয়ে যাব। যদি পিতৃতন্ত্রকে ধ্বংস করা না যায়, তবে নারীর মুক্তি নেই এবং মানব সমাজেরও মুক্তি নেই।তিনি বলেছেন যে, পিতৃতন্ত্রের পরিবর্তে নারীবাদ প্রতিষ্ঠিত হলেই সব সমস্যার সমাধান হবে। নারীবাদীরা আমাদের প্রকৃতিকে একঘেয়ে, কর্তৃত্ববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার পরিবর্তে অ-মানবিক প্রকৃতিকে প্রেমময় ও সচেষ্ট দৃষ্টিতে দেখতে শেখান। নারীবাদী নীতিশাস্ত্র প্রচেষ্টা, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বস্ততার মতো মূল্যবোধকে চিন্তার কেন্দ্রে স্থাপন করে।

নারী ও প্রকৃতির উপর নিপীড়নের পারস্পরিক সম্পর্ক ইঙ্গিত করে যে উভয় প্রকার নিপীড়নই নারীবাদের আলোচ্য বিষয়। নারীর নিপীড়নের অবসান ঘটাতে হলে নারীবাদকে অবশ্যই পরিবেশগত নারীবাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যেহেতু নারীর উপর নিপীড়ন ধারণাগতভাবে এবং ঐতিহাসিকভাবে প্রকৃতির উপর নিপীড়নের সাথে সম্পর্কিত। প্লামউডের মতে, নারীবাদের লক্ষ্যের প্রতি নিষ্ঠা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, নিপীড়ন ও দমনের বিভিন্ন রূপের মধ্যে কোথাও একটি যোগসূত্র রয়েছে। নারী, সংখ্যালঘু, উপনিবেশবাসী, প্রাণী এবং প্রকৃতি সকলেই কোনো না কোনোভাবে নিপীড়িত বা নিপীড়িত। পরিবেশবাদীরা নারী ও প্রকৃতির শোষণকে নিপীড়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দেখেন। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পাশ্চাত্যে

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

যেভাবে পিতৃতন্ত্রের উচ্ছেদের কথা বলা হয়েছে তার ফলে অসাম্য থেকেই যাবে, এমন হতেই পারে পুরুষ নারীর দ্বারা শোষিত হয়ে পড়বে। তাই এখন আমরা বেদান্তদর্শনের মূলতত্ত্বের অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করব। বেদান্তদর্শনের মাণ্ডুক্যোপনিষদে উল্লিখিত 'অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম'[1] মহাবাক্য দ্বারা আমরা বলতে পারি আমরা যদি ব্রহ্মের অংশ হয় তাহলে নারী ও পুরুষের মধ্যে শারীরিক গঠনগত পার্থক্য থাকলেও মনুষ্য সৃষ্ট সামাজিক পার্থক্য থাকার কথা নয়, এই বিষয়ে দৃষ্টিপাত করব।

আমরা জানি যে, ভারতীয় চিন্তাধারার মূল ভিত্তি গঠনকারী প্রাচীন দার্শনিক গ্রন্থ হল উপনিষদ। এই গ্রন্থ অধিবিদ্যার উপর অধিক গুরুত্ব দিলেও নীতি ও নৈতিকতার উপর যে একেবারে গুরুত্ব দেয়নি তা বলা যায় না। তবে, এটা লক্ষ্য করা যায় যে, উপনিষদে মোক্ষ নামক পরম লক্ষ্য অর্জনের পূর্বশর্ত হিসাবে নৈতিক আচরণ এবং নৈতিক জীবনযাপনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। উপনিষদ নৈতিক আচরণ কর্মের ধারণার সাথে যুক্ত। নৈতিকতা কেবল সামাজিক সম্প্রীতির বিষয় নয়, বরং তা মহাজাগতিক শৃঙ্খলার সাথে নিজেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা এবং আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়ারও বিষয়।

'অহম্ আত্মা ব্রহ্ম'[2] মহাবাক্যটি মাণ্ডূক্য উপনিষদে রয়েছে। আমাদের ভিতরের যে আত্মা এবং ব্রহ্মের মধ্যে একটি অভিন্নতা রয়েছে। ব্রহ্মই স্বয়ং বাস্তব। সমস্ত উপনিষদের মূল উপসংহার হল যে, ব্রহ্ম এবং আত্মা অভিন্ন। ব্রহ্ম অনাদি এবং অনন্ত। বলা যেতে পারে যে, মায়াও অনাদি, এবং তা সত্য। কিন্তু, মায়া অনন্ত নয়, মায়া একটি কাল্পনিক ধারণা। 'অদ্বিতীয়ম'[3] হল বেদান্ত মতবাদের স্তম্ভ, বেদান্ত নীতিশাস্ত্রের মূল ভিত্তি। এই মহাবাক্যগুলি নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার কথা বলে। প্রথম বাক্য 'তৎ ত্বম ওসি' অর্থাৎ 'তুমিই সেই'মানে তোমার এবং সেই পরমেশ্বর এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তুমি আর আমি অভিন্ন। জীব থেকে জড় সর্বত্র ব্রহ্ম বিরাজমান আমি ব্রহ্ম থেকে আমি আলাদা না।[4]

'আত্মা'-র স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞানের সর্বোত্তম উৎস হল শাস্ত্র বিশেষত অতি প্রাচীন গ্রন্থাবলি; উদাহরণস্বরূপ, মাণ্ডুক্য এবং অন্যান্য উপনিষদ। বিশুদ্ধ, তথ্যভিত্তিক ও সমষ্টিগত জ্ঞানের প্রতিনিধিত্বকারী এই উৎসগুলোকে বিশ্বাস করা যেতে পারে; কারণ এগুলোর পেছনে কোনো নির্দিষ্ট অহং দায়ী নয়। স্ব' বা নিজের (Self) সাথে মনের সম্পর্ককে বহুভাবেই বর্ণনা করা যেতে পারে যার প্রতিটিই সমানভাবে যথার্থ; তবে 'স্ব'-এর সেই অভিজ্ঞতা যা সচরাচর জাগ্রত স্বপ্নাবস্থা ও গভীর নিদ্রাবস্থায় উপেক্ষিত থাকে তা হঠাৎ করেই উপলব্ধির জন্য উন্মুক্ত হয়ে ওঠে। মাণ্ডুক্যোপনিষদে বলা হয়েছে--

"সর্বংহ্যেতদ ব্রহ্মায়মাত্মা।
সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।।"[5]

এর প্রথম তিন অংশ মানুষের বুদ্ধি ও অনুমানের দ্বারা গ্রহণীয়। আর চতুর্থটি অবাঙমানসগোচর ব্রহ্মের সত্যস্বরূপ। মানুষের

1 সাংখ্য-বেদার্থতীর্থ, পণ্ডিত দুর্গাচরণ (অনুবাদ), *মাণ্ডুক্যোপনিষৎ*, কলকাতা: ঝামাপুকুর লেন, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা. ৯।

2. সাংখ্য-বেদার্থতীর্থ, পণ্ডিত দুর্গাচরণ (অনুবাদ), *মাণ্ডুক্যোপনিষৎ*, কলকাতা: ঝামাপুকুর লেন, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা. ১১।

3. তদেব, পৃষ্ঠা.১৪৩।

4. সাংখ্য-বেদার্থতীর্থ, পণ্ডিত দুর্গাচরণ(অনুবাদ), *মাণ্ডুক্যোপনিষৎ*, কলকাতা: ঝামাপুকুর লেন, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা. ৪১।

5. তদেব, পৃষ্ঠা. ২।

জীবনভোগের মধ্যে তিনটি অবস্থার উল্লেখ আমরা পেয়ে থাকি জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি বা গভীর নিদ্রা।'[6]

জীবের এই তিনটি অবস্থা ব্রহ্মের তিনটি অবস্থা বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ।[7] ব্রহ্মচার বলে আর কিছুই নেই, যা কিছুই আছে সবই ব্রহ্ম। একাক্ষর ব্রহ্মনাম 'ওম্'[8] এর মধ্যে সমস্ত কিছুই সূচিত হয়। নিরাকার নির্গুণ, তুরীয় ব্রহ্মই নিজ অন্তর্নিহিত মায়াবশে বৈশ্বান্বর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই অবস্থাত্রয়ের মধ্যে ভিন্নরূপে প্রতিভাত এবং এই অবস্থার মধ্যেই অহংরূপে নিজ বৈচিত্র্য অনুভব করেন। কিন্তু, এই তিন অবস্থা নির্বিকার নির্গুণ ব্রহ্মকে কোনভাবেই প্রভাবিত করতে পারে না। এখানে মানুষের যে জীবনভোগের তিনটি অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে কোথাও উল্লেখ নেই যে এই তিনটি অবস্থা কেবল পুরুষের।

দৈনন্দিন জীবনে গৃহস্থের কাছে যজ্ঞ অপরিহার্য। যজ্ঞের মাধ্যমে তখন সমাজের পোষণ হত। জ্ঞানের পথিক শুধু নয়, নৈতিকতাও খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যজ্ঞকর্ম না করলে সমাজের বিভিন্ন বিভাগ অকেজো হয়ে পড়ত, বিবিধ বিভাগ অকেজো হয়ে পড়ত। গৃহের কাছেও যজ্ঞ ও কর্ম অপরিহার্য, নইলে সমাজেও ঠিকবে না এবং ঐতিহ্যও থাকবে না। তাই, বেদবিহিত কর্মপথের মাধ্যমে নিত্যযজ্ঞ আচরণ দ্বারা সংসারকে সুন্দর ও সমাজকে প্রাণবন্ত করে রাখে। বৈদিক যুগ থেকে কর্মের সঙ্গে কর্মফলে তত্ত্বটি জুড়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মনে কর্ম প্রেরণা জাগানো। কিন্তু, এখানে কর্মের জন্যই কর্ম করার কথা বলা হয় স্বার্থের জন্য নয়। আর সেই কারণে ফলস্পিহা বেড়ে গিয়েছিল ফলে, কূপ খনন প্রভৃতি সামাজিক কর্তব্যও লোকে করা শুরু করে, নিজের জন্য স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি করে গ্রামবাসীর কল্যাণের জন্য নয়। গৃহস্থ অতিথিসেবা ও ইষ্টাপূর্ত যজ্ঞের সমাজের কল্যাণ করে। স্ত্রী-পুত্র পরিজন নিয়ে আত্মার বিষয়ভোগ সম্পন্ন করেছে। যৌবন জীবনে ছিল একদিকে ভোগ ও অন্যদিকে ভোগাশ্রয়ী ফলাশ্রয়ী কর্ম। প্রৌঢ়ত্বে ফসল কাটার হিসেব-নিকেশের দিন; স্নেহের সম্পর্ক, শিষ্যের সম্পর্ক। বানপ্রস্থে প্রসন্নচিত্তে অন্তরস্থিত প্রজ্ঞার ধারণা ও তপস্যার দ্বারা জ্ঞানামৃত লাভ করে পূর্ণকাম হয়ে উঠত। বৈদিক সমাজের কর্মবাদ পরবর্তী যুগের নিষ্কর্মবাদের দ্বারা আচ্ছাদিত। বৈদিক সমাজের আমিষভোজী আর্যের দল, ব্রাহ্মণ - নির্বিশেষে সিদ্ধ অথবা মাংসভোজী ছিলেন। ব্রহ্মচারীর পক্ষেও হয়তো মাংস নিষিদ্ধ ছিল না। কর্মবাদী ও নৈষ্কর্মবাদীরা বলেন কর্ম করতে হবে; কিন্তু, বিহিতকর্ম, কর্তব্যকর্ম কর্ম। কর্ম করতে হবে অনাসক্ত হয়ে তবেই কর্মফলের দায় এড়ানো সম্ভব হবে। কর্ম করতে হবে কিন্তু ফল পাবে অন্যজন। তাই বলা হয়--

"ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই
ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে
গিয়েছে ভরি।"[9]

পরম পুরুষকে ইন্দ্রিয়গোচর করার সাধ্য কারণ নেই। ব্রহ্ম থেকেই বিচিত্র জীব ও জগতৎ সৃষ্টি হয়েছে। আচার্য শঙ্কর আকাশ ও ঘটাদির উপমা ব্যবহার করে বলেছেন, আকাশ যেমন ঘটি-বাটি, কলসির মধ্যে বিভিন্ন ছিদ্রের রূপ ধারণ করে আবার

---

6. তদেব, পৃষ্ঠা. ৪৩।

[7]7. সাংখ্য-বেদার্থতীর্থ, পণ্ডিত দুর্গাচরণ (অনুবাদ), *মাণ্ডুক্যোপনিষৎ*, কলকাতা: ঝামাপুকুর লেন, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা.৫১।

[8]8. তদেব, পৃষ্ঠা.৩।

[9] 9. দেবী, চিত্রিতা, *উপনিষৎ- পঞ্চক,* কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা.৬৯।

ঘটি-বাটি ভেঙে গেলে শূন্য যেমন শূন্যে মিলে যায় তেমনি ব্রহ্ম জীবদেহে জীবভাবাপন্নরূপে থেকে জীবন শেষে আবার ব্রহ্মেই বিলীন হয়ে যায়। কলসীর মধ্যে আকাশ যেমন ক্ষুদ্র ও বদ্ধরূপে প্রতিভাত হয়, বিভিন্ন দেহে পরমাত্মাও তেমনি বাসনাবিকারে জড়িত দিন মলিন জীবরূপে প্রতিভাত হয়। ব্রহ্ম থেকেই মুহুর্মুহু জগৎস্ফূরিত হয় এবং তাঁর মধ্যেই বিলীন হয়ে যায়। পঞ্চাগ্নির সহায়তায় জীবের জন্ম নিত্য সংঘটিত হচ্ছে। অঙ্গারা ঋষির মতে, পঞ্চাগ্নির দ্বারা যে সমস্ত অসংখ্য মানুষ জন্ম নিচ্ছে,তাদের আসল জন্ম কিন্তু সেই পরম মহা অব্যায়ের মধ্যেই নিত্য পরিস্ফুট হচ্ছে। পঞ্চাগ্নি দ্যুলোক, পৃথিবী পুরুষ এবং যোষিৎ বা নারী। ব্রহ্ম থেকেই বিচিত্র বিশ্বজগৎ নিত্য জন্ম নিচ্ছে, আবার তাঁরই মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

"ব্রহ্ম হতেই জন্ম নিয়েছে,বহু বিচিত্র দেব,
মানুষ পশু ও পাখি,-
বৃহী -যব আদি সকল শস্য
জন্মে তাঁহারি মাঝে।
প্রাণে ও অপ্রাণে জীবন বহিয়া যায়।
বিধি ও বিধান, শ্রদ্ধা,
সত্য,
ব্রহ্মচর্য, আর তপস্যা সব, তাঁহারি মাঝারে
নিত্য জন্ম নেয়।"[10]

ঈশ্বর এবং জীব হলেন সাক্ষী। ঈশ্বর হলেন নির্লিপ্ত সাক্ষী। তিনি কর্মফল ভোগ করেন না। সাক্ষী সত্য কর্ম অথবা ক্রিয়াবান। সর্বভূতান্তিরাত্মা পরমব্রহ্মকে জেনে সে এটা উপলব্ধি করেছে যে, তার অহংকারের কোন মূল্য নেই। তাই বেশি কথা বলে, বাজে কথা বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন নেই। কে কি বলল, তা নিয়ে ভাবনা নেই। সে নিজের মধ্যেই পরিপূর্ণ। কর্মের মধ্যেও সে নিজের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় যশোলোভেই কর্ম করে না।

সত্য, জ্ঞান, তপস্যা ও নিত্য ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই আত্মাকে লাভ করা যায়, অন্য কোন উপায়ে নয়; যজ্ঞবাহিত কর্মের দ্বারা নয়। তিনি অন্তর্যামী অন্তর্লীন সত্য; তাই, জ্ঞান তপস্যা ও সত্যের দ্বারাই লভ্য। সত্য অর্থাৎ সত্য বচন, সত্য আচরণ ও সত্য উপলব্ধি; যা-কিছু কর্ম সমস্তই এই ত্রিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য হওয়া চাই। সত্যিই জয়লাভ করে। সত্যপথেই পরম সত্যকে অন্তরে উপলব্ধি করা যায়। সত্যসন্ধানের ফলে মিথ্যা বা অজ্ঞানের কালীমা দূর হয়ে অন্তরে জ্ঞানের জ্ঞানের দ্বীপটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যখন যোগী ধ্যানমগ্ন হন তখন আত্মোপলব্ধি বা ব্রহ্মপলব্ধি সম্ভব হয়।

শঙ্করের অদ্বৈত তত্ত্ব আত্ম উপলব্ধিকে মানব জীবনের সর্বোচ্চ নীতিগত ধারণা হিসেবে সমর্থন করে। তাঁর মতে, আত্মাকে আমাদের নিজস্ব স্বরূপে উপলব্ধি করতে হবে। নৈতিক জীবনের তাৎপর্য হল এই নীতিকে আরও স্পষ্ট করে তোলার জন্য, আমাদের যুক্তিবাদী আত্ম চেতনা এবং আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা আত্ম উপলব্ধির মাধ্যমে এই নীতিকে শঙ্করের দর্শনের মূলমন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এটি ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে প্রত্যাখ্যান করার ইঙ্গিত দেয়। এটি নৈতিক প্রতিনিধির অহংকেন্দ্রিক জীবনকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবনরূপে রূপান্তরিত করার একটি প্রক্রিয়া। ব্যক্তিগত ইচ্ছা বিভাজনমূলক। নীতিশাস্ত্র সর্বজনীন আত্মীয়তা এবং আত্মার ঐক্য শিক্ষা দিয়ে ব্যক্তিকে অদ্বৈতবাদী উপলব্ধির অবস্থায় উন্নীত করতে সাহায্য করে। বৈদান্তিক শৃঙ্খলায় মানুষকে একটি বিবর্তিত আধ্যাত্মিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

10. [10]দেবী, চিত্রিতা, *উপনিষৎ- পঞ্চক,* কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা.৭৩।

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

অনেকে অদ্বৈত দর্শনের কোন নৈতিক তাৎপর্য নেই বলে মনে করা হয়, কারণ, এই দর্শনে ব্রহ্মকে এক এবং অদ্বিতীয় চূড়ান্ত বাস্তব হিসেবে দেখা হয়েছে। বিশ্ব বা জগতকে মায়া বা মিথ্যা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকৃতির রাজ্যে পুরুষের ভূমিকা হল শিকার, সংগ্রাহক এবং জোগানদাতা হওয়া। প্রকৃতির মাঝে নারীর জীবন আবর্তিত হয় তার নীড়, ডিম এবং এবং সন্তানদের কেন্দ্র করে; তবে বনে স্ত্রী, প্রাণীরা যেভাবে জীবন অতিবাহিত করে ঠিক তেমনই সেই একই ধাঁচে জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে নিজেকে সম্পূর্ণ অযোগ্য হিসেবেই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু, নৈতিকতা, সদগুণ, ইত্যাদির গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। বেদান্তের নীতিগত মনোভাবের কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারি। অভেদ বা অ-পার্থক্যের ধারণা, যা অদ্বৈতের মূলমন্ত্র, যা স্বাভাবিকভাবেই এমন ধরনের নীতিশাস্ত্রের দিকে পরিচালিত করে যা কেবল প্রেম বন্ধুত্ব এবং ভ্রাতৃত্বের কথা বলে। প্রতিটি ব্যক্তিকে একটি লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা উচিত, উপায় হিসেবে নয়। কান্টের নীতিশাস্ত্রের বাধ্যতামূলকনীতির অনুরূপ পটভূমি বেদান্তের চিন্তায় ধারায় পরিলক্ষিত হয়। কান্টের শ্রেণীগত অনুজ্ঞা এবং বেদান্তের শ্রেণীগত কিছুটা আলাদা। বেদান্ত আমাদের মানবিক মর্যাদাকে যে সম্মান করা উচিত তার দাবি করে এবং মানুষকে মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলে। একজন ব্যক্তির জীবন শুধুমাত্র তার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপায় নয়। "Act in such a way that you always treat humanity, whether in your own person or in the person of any other, never simply as a means, but always at the same time as an end."[11] প্রেম, বন্ধুত্ব এবং নিঃস্বার্থ কর্মের এই বৈদান্তিকধারণা নিরর্থক নয়। এই সমস্ত কিছুরই মহাবিশ্বে মানুষের অবস্থান এর উপর যুক্তিসঙ্গত প্রতিফলনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব এবং যৌক্তিক ফলাফল আছে। যখন আমরা এই সচেতন সত্তাটিকে আরও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তখন দেখতে পাই সেটি অখণ্ড ও পূর্ণ; কোনো কিছুরই অভাব নেই।

মাণ্ডুক্য উপনিষদের মূলকথা পরম শ্রদ্ধা বা পরম সত্য হল অদ্বৈত (এক ও অদ্বিতীয়) 'একম্ এব অদ্বিতীয়ম্'।[12] লিঙ্গপরিচয়সহ জাগতিক সকল ভেদাভেদ শেষ পর্যন্ত আত্মার কাছে অর্থহীন ও অপ্রাসঙ্গিক। কেননা, আত্মা পুরুষও নয় আবার নারীও নয়। উপনিষদের বলা হয় যে, পরম সত্যে উপনীত হতে হলে দেহ, মন এবং বাহ্যিক জগতের সাথে সম্পর্কিত সকল সীমাবদ্ধ ও আরোপিত পরিচয়কে বর্জন করতে হবে। তাঁরা বলেন, সকল জীবের অন্তরে অবস্থিত 'আত্মা' (ব্রহ্ম) স্বরূপত অভিন্ন ও এক তাদের লিঙ্গ পরিচয় বা দৈহিক অস্তিত্ব যেমনই হোক না কেন। মাণ্ডুক্য ও উপনিষদ সামাজিক কাঠামো বা মানুষের জীবনযাপন কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা না করলেও এটি আত্মার প্রকৃতি এবং বোধিলাভ নিয়ে আলোচনা করে যেখানে সকল মানুষকে অন্বেষণকারী হিসেবে গণ্য করা হয়। বৈদিক আইনগ্রন্থসহ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলি নারীর ভূমিকা সীমিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। মাণ্ডুক্য উপনিষদ একটি দার্শনিক কাঠামো প্রদান করে যে এই যুক্তির পক্ষে ব্যবহার

11. [11]Kant, Immanuel, *Kant's Groundwork of the Metaphysic of morals*, Trans. H. J. Paton. London: Hutchinson University Library, 1948 PP.18-19.

[12]12. সাংখ্য-বেদার্থতীর্থ, পণ্ডিত দুর্গাচরণ(অনুবাদ), *মাণ্ডুক্যোপনিষৎ*, কলকাতা: ঝামাপুকুর লেন, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা.১৪৩।

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

করা যেতে পারে যে লিঙ্গ একটি অস্থায়ী, শারীরিক সীমাবদ্ধতা এবং প্রকৃত আত্মা এই ধরনের ভেদাভেদ থেকে মুক্ত, যা এক ধরনের আধ্যাত্মিক, অদ্বৈত সমতাকে উৎসাহিত করে। তবে, নীতিবিদ্যার আলোচনা করতে গিয়ে দার্শনিকগণ দুভাবে নীতিবিদ্যার বিভাজন করেছেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও ব্যক্তি নিরপেক্ষ। ব্যক্তিকেন্দ্রিক নৈতিকতা শুধুমাত্র যে আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বোচ্চ স্তর তা কিন্তু নয়। এটি জীবনের চরম লক্ষ্য বা পরম পুরুষার্থ লাভের উপায় মাত্র। আর ব্যক্তিনিরপেক্ষ নীতিবিদ্যা সামাজিক কল্যাণ নিয়ে আলোচনা করে। বলা হয় অধিবিদ্যার চর্চার জন্য নৈতিক নিয়ম পালন করা কর্তব্য। ভক্তদেরও আজীবন যে নৈতিক নিয়ম পালন করা উচিত তার কথা বলা হয়েছে। নীতিবিদ্যা অনুযায়ী নৈতিক নিয়ম পালনের লক্ষ্য হল ব্যক্তির মোক্ষলাভ।

উপনিষদে বর্ণিত নৈতিক মূল্যবোধ যেমন, অহিংসা, সত্যবাদিতা কেবল সামাজিক বাধ্যবাধকতা নয়, বরং, এগুলিকে আত্মার শুদ্ধিকরণ এবং উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। নৈতিকতা, আত্মসংযোগ এবং পরম সত্তার উপলব্ধির মধ্যকার সম্পর্কই উপনিষদের নৈতিক মাত্রা অনুধাবনের কেন্দ্রবিন্দু। মুণ্ডক উপনিষদ শিক্ষা দেয় যে, হিংসা ক্রোধ বা ঘৃণায় কলুষিত মন, ধ্যান ও আত্মা উপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয় নির্মল আস্তা লাভ করতে পারে না। সুতরাং, উচ্চতর জ্ঞানের জন্য মনকে তৈরি করার জন্য অহিংসা অবশ্যিক। যাঁরা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন তাঁরা কেবল নিজের জন্য বাঁচেন না, সকল জীবের একত্বের উপলব্ধিই তাঁদেরকে পরোপকারের উদ্বুদ্ধ করে। জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের সেবা করাকেও একপ্রকার নৈতিক আচরণ হিসেবে গণ্য করা হয়। অহিংসা, সত্যবাদিতা এবং আত্মসংযম ছাড়া সদগুনের অনুশীলন সম্ভব নয়। নৈতিকতাকে আধ্যাত্মিক বিকাশের সোপান বলা হয়। ব্রহ্ম ও আত্মাকে অদ্বৈত সত্তা হিসেবে ব্যাখ্যা করার জন্য নৈতিক আচরণের প্রয়োজন হয়, কারণ এই একত্বের উপলব্ধি করুণা, সত্যবাদিতা এবং অহিংসার জন্ম দেয়। উপনিষদে জোর দেওয়া হয় আন্ত:সম্পর্কের উপর যা সমস্ত জীবের প্রতি আমাদের দায়িত্ব বোঝার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে উপনিষদের নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। অহিংসার নীতি, হিংসা, যুদ্ধ এবং পরিবেশগত অবক্ষয় সংক্রান্ত আলোচনার পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। আত্মসংযোগ, ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। উপনিষদ মানুষকে মনোনয়নশীলতা ও আত্মিক শান্তি অর্জনে উৎসাহিত করে, যা আধুনিক জীবনে নানা বাস্তবতার মাঝে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনধারা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। অহিংসা, সত্যবাদিতা, আত্মসংযম করুণার নীতিগুলি কেবল সামাজিক প্রথা নয়, বরং আধ্যাত্মিক মুক্তি প্রার্থীদের জন্য অনেক অপরিহার্য অনুশীলন। উপনিষদে নীতিশাস্ত্র ও অধিবিদ্যার আন্ত:সম্পর্ক আত্মা উপলব্ধির যাত্রাপথে নৈতিক আচরণের গুরুত্বকে তুলে ধরে। আধুনিক জীবনের যে বিভিন্ন ধরনের জটিলতার সম্মুখীন আমরা হয়ে থাকি তার জন্য উপনিষদে নৈতিক জ্ঞান প্রাসঙ্গিক এবং গ্রহণযোগ্য যার দ্বারা সহানুভূতিশীল, সত্যনিষ্ঠ ও আত্মসংযমী সমাজে গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে যা আমাদের অভিন্ন মানবতা ঐশ্বরিক সত্তার উপলব্ধির আরো নিকটবর্তী করবে।

মাণ্ডুক্য উপনিষদ ও নারীবাদ সরাসরি সম্পর্কিত নয়, কারণ উপনিষদ মূলত আত্মা, ব্রহ্ম এবং আধ্যাত্মিক চেতনার (জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়) আলোচনা করে। এখানে লিঙ্গভেদের কথা বলা যায় না। তবে, উপনিষদের অদ্বৈত দর্শন 'সবই

ব্রহ্ম'[13] দৃষ্টিভঙ্গিতে নারী পুরুষের সমতা ও চেতনার অভিন্নতা নির্দেশ করে, লিঙ্গ বৈষম্যহীন নারীবাদী দর্শনের সাথে তাত্ত্বিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মাণ্ডুক্যোপনিষদ অনুযায়ী আমাদের আত্মা এবং পরমাত্মা ব্রহ্ম এক। তাই, এই দৃষ্টিতে দৃষ্টিকোণ থেকে নারী বা পুরুষ হিসেবে শরীরকে নয়, বরং আত্মাকে গুরুত্ব দিতে হবে তাহলে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। যদিও ঐতিহ্যগতভাবে বৈদিক সমাজ পিতৃতান্ত্রিক ছিল, তবুও অদ্বৈত বেদান্তের মূল বার্তা নারী ও পুরুষের মধ্যকার যে কোননা সামাজিক বা জৈবিক পার্থক্যের উর্ধ্বে উঠে আত্মোপলব্ধির কথা বলে। মাণ্ডুক্যোপনিষদ সামাজিক অধিকারের কথা সরাসরি না বললেও এর দার্শনিক ভিত্তি নারী-পুরুষের আধ্যাত্মিক সমতা নিশ্চিত করে, যা নারীর আত্মপরিচয় ও সমানাধিকারের নারীবাদী ধারণার সাথে মিলে যায়। 'সর্বং ব্রহ্মময়ম্ জগৎ'[14] অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নেই। আমিও ব্রহ্ম তুমিও ব্রহ্ম;[15] জীব ও জগতের অন্তর্যামী সর্বব্যাপী এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সত্য।

বেদান্ত বলে যে, নারীর দেহ তার খাঁচা ঠিক যেমন পুরুষের দেহ পুরুষেরই খাঁচা, বেদান্ত-ভিত্তিক নারীবাদ বলবে, 'তোমার এই দৈহিক সত্তাকে অস্বীকার করো- তুমি এর চেয়েও অনেক ঊর্ধ্বে হে নারী।' যতক্ষণ তুমি নিজের দেহের সাথে একাত্ম্য বোধ করবে নিজেকে বালিকা বা নারী হিসেবে অভিহিত করতে উপভোগ করবে ততক্ষণ তোমার কোন মুক্তি নেই; আর পুরুষের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। 'আমি নারী' কিংবা 'আমি পুরুষ' এমন দাবি করাই হল প্রকৃত সমস্যা। সমতা নিঃসন্দেহে একটি মহৎ আদর্শ; কিন্তু, জীবনের মূল উদ্দেশ্য হল মুক্তি। বেদান্ত মতে, 'পিতৃতন্ত্র' নামক বিষয়টির উৎস হল 'প্রকৃতি' অর্থাৎ আমাদের জৈবিক স্বভাব আমাদের দেহ যেভাবে গঠিত বা বিন্যাস্ত হয়েছে তা সমাজের দ্বারা নয়, বরং স্বয়ং জীব বিজ্ঞানের দ্বারা নির্ধারিত; দেহটা তুচ্ছ নয় যার মধ্যে প্রাণ নি:শ্বাসিত হচ্ছে। দেহকেও বলশালী অর্থাৎ সত্য দেহরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সর্বতোভাবে সত্যেরই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অর্থাৎ কায় মন ও বাক্যে সত্য হতে হবে।

পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক যে এ যাবৎ একটি বিশেষ সমীকরণের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে আসছে তার পেছনে একটি নির্দিষ্ট কারণ রয়েছে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, এই সমীকরণগুলি পুরুষের দিক থেকেই উদ্ভূত, কিন্তু এর উৎস হলো প্রকৃতি। এটি হল জৈবিক স্বভাব যা আমাদের দেহের ধর্ম, যা আমাদের চারপাশে দৃশ্যমান সবকিছু এবং আমাদের পারিপার্শ্বিক সমস্ত জড়বস্তুরই অন্তর্নিহিত প্রকৃতি। জড় জগতের এই প্রকৃতি বা স্বভাবটিই হল চেতনার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। আর ঠিক এই বিষয়টিকে বা এই সত্তাকেই 'প্রকৃতি ' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

সুতরাং আমরা দুটি বিষয়কে প্রকৃতি ও চেতনা হিসেবে গণ্য করেছি তবে দুটি বিষয় সম্পন্ন স্বতন্ত্র। আমাদের শরীরের গঠনশৈলী অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর দেহ যেভাবে বিন্যাস্ত তার মূলে পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের একটি বিশেষ সমীকরণটি ক্রিয়াশীল রয়েছে। আর এই সমীকরণটি কেবল জৈবিক পুরুষের কাছেই নয়, বরং জৈবিক নারীর কাছেও সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। অন্যথায় এই

[13]13. সাংখ্য-বেদার্থতীর্থ (অনুবাদ),পণ্ডিত দুর্গাচরণ, *মাণ্ডুক্যোপনিষৎ,* কলকাতা: ঝামাপুকুর লেন, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা. ১১।

[14]14. সাংখ্য-বেদার্থতীর্থ, পণ্ডিত দুর্গাচরণ(অনুবাদ), *মাণ্ডুক্যোপনিষৎ,* কলকাতা: ঝামাপুকুর লেন, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা. ৩১।

[15]15. তদেব, পৃষ্ঠা. ১১।

সমগ্র ব্যবস্থাটির পক্ষে এত দীর্ঘ সময় ধরে সচল থাকা কখনোই সম্ভব হতো না। আমাদের এই প্রাণী সত্তার গঠনগত প্রকৃতির কারণে কেবল পুরুষরাই নয়, বরং নারীদেরও পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এক ধরনের স্বার্থ জড়িত ছিল। প্রাণীজগতে আমরা একই সময় বিষয়কে বিভিন্ন বৈচিত্র্যময়রূপে প্রত্যক্ষ করি। পার্থক্য হল এই যে, মানুষের মধ্যে যা কিছু বিকৃত করা সম্ভব তাকে বিকৃত করার এবং যা কিছু কলুষিত করা সম্ভব তাকে কলুষিত করার যে সহজাত প্রবণতা ও ক্ষমতা রয়েছে তারই প্রভাবে তারা এই জৈবিক ব্যবস্থাকে আর অধিক মাত্রায় কলুষিত করে তুলেছে। এই বিষয়টি যথাযথভাবে অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন; সুতরাং এই ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় থাকতে হবে। এই ব্যবস্থা নারী ও পুরুষের মধ্যেকার জৈবিক সম্পর্কের বন্ধনে আমাদের আবদ্ধ করে রাখে, বেরিয়ে আসার পথটির কোন যথাযথ নাম আমাদের জানা নেই, তাই আমরা একে নারীবাদ বলে অভিহিত করি, আর ঠিক এই কারণে আমরা নারীবাদ বা Feminism এর লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করি। সমতা কেবল একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে, তাই নারী ও পুরুষ উভয়েই সমতার চেয়ে বরং নিজেদের জৈবিক সত্তা মুক্তির প্রয়োজন। যতক্ষণ পুরুষ তার সেই আদিম জৈবিক সত্তায় আবদ্ধ থাকবে যা অরণ্য থেকে বিবর্তিত হয়ে এসেছে এবং যতক্ষণ নারী ও তার সেই আদিম জৈবিক সত্তায় বিরাজমান থাকবে যার উদ্ভবও সেই অরণ্য থেকেই ততক্ষণ তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেবল বস্তুগত, জৈবিক এবং একে অপরের প্রতি শোষণমূলকই থেকে যাবে। আর ঠিক এটাই হল পিতৃতন্ত্র। এই ব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটনের যে প্রচেষ্টা তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে, পিতৃতন্ত্র কেবল একটি মতবাদ বা আদর্শ নয়। এর মূল প্রোথিত রয়েছে আমাদের গভীর জৈবিক বন্ধনগুলির ভেতরই, তাই, এর সমাধান জৈবিক বন্ধনগুলির ভেতরেই । এই সমাধান কোন আদর্শিক উপায়ে সম্ভব নয়।

সুতরাং, 'বেদান্তীয় নারীবাদ' বলবে যদি দৈহিক সত্তাকে অস্বীকার করা হয় কেবল একজন মেয়ের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে ভাবা হয় যতক্ষণ শরীরের সাথে নিজেকে একাত্ম করে রাখতে বাধ্য ততক্ষণ নিজেকে মেয়ে বা নারী হিসেবে পরিচয় দিতে তৃপ্তি বোধ করবে ততক্ষণ কোন মুক্তি নেই.আর একই কথা পুরুষের ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য যতক্ষণ তুমি বলতে থাকবে 'আমিই নারী আমিই নারী' ততক্ষণ সেখানে এক বিশাল সমস্যা থেকেই যাবে। বেদান্তের মতে, নারীর শরীরটিই হল তার খাঁচা ঠিক যেমন পুরুষের শরীরটি হল পুরুষের খাঁচা। একজন নারী হিসেবে স্বাধীনতা হল নিজের খাঁচার ভেতরেই স্বাধীন থাকা। এই শরীরই হল সেই খাঁচা, যা অতিক্রম করতে চায় চেতনা, যা থেকে মুক্তি পেতে চায় চেতনা। সুতরাং, নিজেকে জৈবিক সত্তা হিসেবে থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। যে মুহূর্তে নিজেকে জৈবিক সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করবে সেই মুহূর্তেই জৈবিক নির্দেশনার উর্ধ্বে উঠে যাবেন।

ভারতীয় নীতিবিদ্যার লক্ষ্য হল চিত্তশুদ্ধি, যা ব্যক্তির মুক্তি লাভের সহায়ক। নীতিবিদ্যা মুক্তি লাভের উপায়। ”সমুদয় প্রকৃতির চরম লক্ষ্য মুক্তি, আর এই মুক্তি কেবল পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতার হইতেই লাভ করা হয়। আর প্রত্যেক স্বার্থশূন্য কার্য প্রত্যেক নিঃস্বার্থ চিন্তা, প্রত্যেক নিঃস্বার্থ বাক্য আমাদিগকে ঐ আদর্শের অভিমুখে নিয়ে যায় সেই জন্য ঐ কার্যকে নীতিসংগত বলা হয়। এই সংখ্যাটি সকল ধর্ম সকল নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধেই খাটে।”[16] অদ্বৈতবাদী নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি বা হৃদয়ের পবিত্রতা

[16]14. স্বামীজীর বাণী ও রচনা (প্রথম খণ্ড), *কর্মযোগের আদর্শ*, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ১০৮।

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

লাভ করে নিত্য, শুদ্ধি, বুদ্ধ আত্মার জ্ঞান লাভে সমর্থ্য হন। জীব আত্মজ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লাভ করে।

ভারতীয় দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রে নীতিবিদ্যা যে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। নীতিবিদ্যার চর্চার জন্য দর্শন ও ধর্মের সাধারণ প্রেক্ষিত থেকে নৈতিক উপাদানগুলি নি:সৃত করা প্রয়োজন। নীতিবিদ্যাও অধিবিদ্যার অধীন একটি শাখা। মানুষের কি কর্তব্য, মানুষের প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিত নীতিবিদ্যার এই আলোচনা মানুষের জীবনের পরম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল। চিত্রশুদ্ধিকে নৈতিক জীবনের উচ্চতর সময়ের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত বলে মনে করা হয়। ব্যক্তিকে যেমন চিত্তশুদ্ধি করতে হবে এবং তেমনি আধ্যাত্মিকতা লাভ করতে হবে। নিজ অন্তঃস্বরুপ সম্পর্কে অবগত হয়ে নিম্নতর আবেগসমূহের অধীনস্থ করার মাধ্যমে যথাযথ নৈতিক মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আত্মার সাম্য ও শান্ত অবস্থা বজায় রাখতে হবে। কর্তব্য হল তাই যা ইচ্ছা বা কামনাকে উৎসাহিত করে। কর্তব্য হল ইচ্ছা পূরণের উপায়। তবে, অনেকে শঙ্করের অদ্বৈত দর্শনকে নীতিহীন হিসেবে বিবেচনা করেন। কিন্তু, ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, এই দর্শন কিভাবে নীতিগত মূল্যবোধের সাথে সহজাত। ম্যাক্স মুলার বলেন, বেদান্ত দর্শন নীতিশাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রকে অবহেলা করেনি, বরং, বিপরীতভাবে শুরুতে মাঝখানে ও শেষে নীতিশাস্ত্র গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। তাই, নারী ও পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণে এই নীতিতত্ত্বের গুরুত্বকে আমাদের স্বীকার করা উচিত।

গ্রন্থপঞ্জি

1. দেবী, চিত্রিতা, *উপনিষৎ- পঞ্চক,* কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৯৬৬।

2. গম্ভীরানন্দ, স্বামী (অনুবাদক), *উপনিষৎ গ্রন্থাবলী* (প্রথম ভাগ), কলকাতা: উদ্বোধন লেন, ১৩৮৬।

3. প্রজ্ঞানন্দ, স্বামী, *বেদান্তদর্শনের ইতিহাস* (প্রথম ভাগ), কলকাতা: আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, ১৩৩২।

4. ভট্টাচার্য, ডাঃ শ্রী আশুতোষশাস্ত্রী, *বেদান্ত দর্শন অদ্বৈতবাদ* (তৃতীয় খন্ড), কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৬৮।

5. বাগচী, দীপক কুমার, *ভারতীয় নীতিবিদ্যা,* কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক, কলেজ স্ট্রীট, ২০১১।

6. বাগচী, ডঃ যোগেন্দ্রনাথ, *অদ্বৈতবাদে অবিদ্যা,* কলকাতা: শ্রীফনিভূষণ, গুপ্তপ্রেশ, বেনিয়াটোলা লেন, ১৯৬২।

7. শিবানন্দ, স্বামী, *বৃহৎদারণ্য উপনিষদ,* ডিভাইন লাইফ সোসাইটি, ২০০৮।

8. শিবানন্দ, স্বামী, *ছান্দগ্য উপনিষদ,* ডিভাইন লাইফ সোসাইটি, ২০০৮।

9. শিবানন্দ, স্বামী (অনুবাদিত), *উপনিষদ,* ডিভাইন লাইফ সোসাইটি, ২০১৮।

10. বিবেকানন্দ, *স্বামী বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ রচনাবলী,* অদ্বৈত আশ্রম, ২০০৯।

11. ভট্টাচার্য, বিনাগুপ্ত, *ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা: বাস্তবতা, জ্ঞান এবং স্বাধীনতার উপর দৃষ্টিকোণ,* রাউটলেজ, ২০১২।

12. শকরাচার্য, আদি, *ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য,* স্বামী গম্ভীরানন্দ দ্বারা (অনুবাদ), অদ্বৈত আশ্রম, ২০০৬।